তারিখ 7 APR 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

প্রথম আলো

পত্রে পানিসম্পদ পারবেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষককে লাঞ্ছিত করলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক মো. নূরুল হককে লাঞ্ছিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক ফটকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বাস থামিয়ে তল্লাশি চালানোর ঘটনার জেরে এ লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটে।

এদিকে বাসে তল্লাশিসংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন সাংস্কৃতিক জোট, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের একাধিক নেতা-কর্মী। এ ছাড়া বাস থামিয়ে মারধরের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক ফটকে অবস্থান নেন গণজাগরণ মঞ্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ব্যানারে আন্দোলনরত ১০-১২ জন নেতা-কর্মী। এ সময় তাঁরা ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বিভিন্ন বাসে হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের তল্লাশি চালান। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে অংশ নেন। তল্লাশির সময় বাস থেকে নামিয়ে তিন-চারজনকে বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করেন তাঁরা। বিষয়টি দেখতে পেয়ে এর প্রতিবাদ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক মো. নূরুল হক এবং [illegible] একই বিভাগের ৩৩ ব্যাচের [illegible] বিভিন্ন [illegible] ছয়-সাতজন প্রতিবাদী [illegible]।

একপর্যায়ে তিনাবকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা শিবির আখ্যায়িত করলে শিক্ষক মো. নূরুল হক এর প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে নূরুল হকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ওই শিক্ষককে অসম্মানজনকভাবে সেখান থেকে সরিয়ে দেন রাজীব।

ঘটনার পরপরই প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে ওই নেতা-কর্মীদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেন।

শিক্ষক মো. নূরুল হক বলেন, 'গাড়ি আটকিয়ে যাদের দাড়ি আছে তাদেরই মারধর করা হচ্ছে—বিষয়টি দেখতে পেয়ে আমরা সেখানে যাই। বিষয়টির প্রতিবাদ করায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাকে লাঞ্ছিত করেন।'

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব বলেন, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে সম্মান দেখিয়েই তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে বলা হয়।